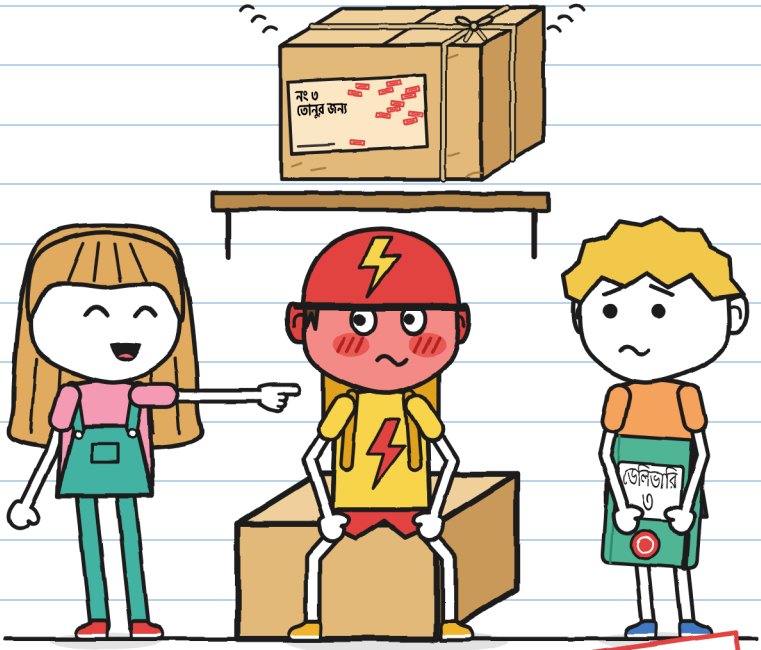
অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ L
উন্নত স্তর · ১১+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
ফেরত পাঠান, প্লিজ

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ L · উন্নত স্তর · ১১+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

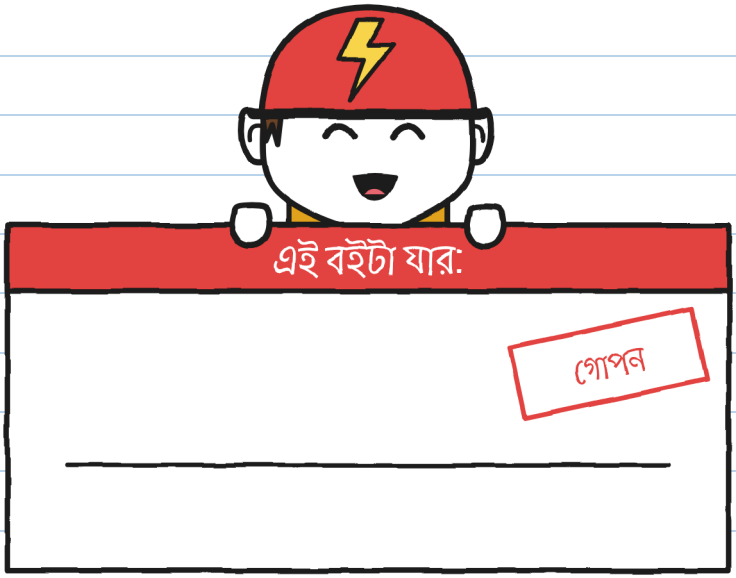
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের তৃতীয় বই। আগের দুটো: "এই পার্সেলটা কামড়ায়" আর "মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় কোনো ডেলিভারি-কর্মী চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.



আর আগে আমি পড়ব। -হু.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের সাইকেলের বেলায় ৭৬ পাতাই শেষ কথা। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। কেউ চায়নি এমন সব জিনিস আঁকে। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে। কীভাবে সাহায্য করতে হয়, সবসময় জানে। সমস্যাটা সেখানেই।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। ভাগে ভাগে লাল হয়।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



জোয়ি। বিজলির। সবচেয়ে দ্রুত। ডাকনাম দেয়।



ব্রুনো। বিজলির। একবার পাংচার হয়েছিল। দু-বছর আগে।



৩ নম্বর পার্সেল। নাড়ালে বাজে। লেবেলে শুধু একটা নাম লেখা।

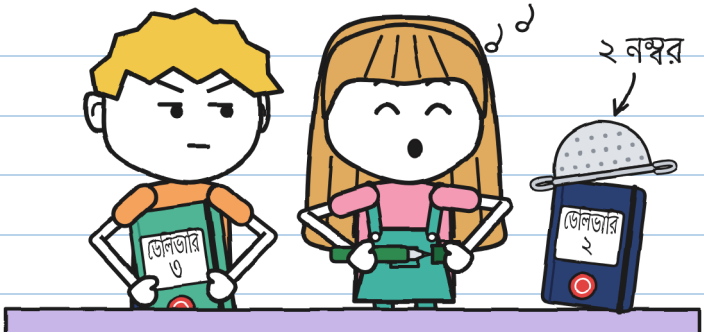


র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ৩
গুনির

গোপন।

“গোপন ”মানে আগে আমি পড়ব। আর কাউকে বলব না। -হু.



আমার ২ নম্বর খাতা একটাই ঝড়ে শেষ। এটা সবুজ, এতেও দোকানের সিলমোহর আছে। প্রথম ব্যবহার করার কথা ছিল আমার। করল হুলিতা।

সাহায্য করতে আগে ব্যবহার করে দিলাম। ধন্যবাদ লাগবে না। -হু.

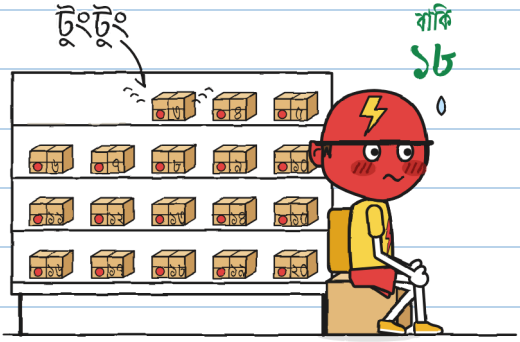
আমি তো সাহায্য চাইনি। হুলিতার বেলায় তাতে কিছু আসে-যায় না।

অধ্যায় ১

টুংটুং

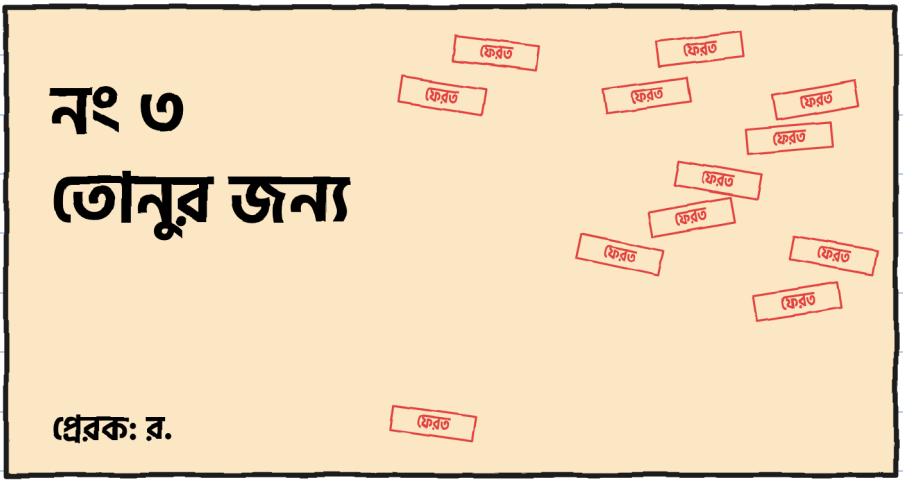
মারার দোকানে একটা তাক আছে, তাতে সেই পার্সেলগুলো রাখা, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি দুটো পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম আর কিছু ছুটে বেড়ানো বীজ। বাকি আছে আঠারোটা।

ঝড়ের রাতে, আমরা তখন বাড়ি যাচ্ছিলাম, ওগুলোর একটা বেজে উঠল।
টুংটুং।



সেটা ছিল ৩ নম্বর। আর তোনিও, যে বিজলির হয়ে দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়, হেলমেটের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

ফেরত পার্সেল হলো সেই পার্সেল, যেগুলো সবসময় ফিরে আসে: যে নেয়, সে যদি লেবেলে এমন কালিতে সই না করে যা মোছে না, তাহলে ভোর হলে ওগুলো উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। সবগুলো একই মানুষ পাঠায়: র.



হুলিতা লেবেলটা পড়তে শুরু করল:
"তো..."
আর মুখ বন্ধ করে ফেলল। হুলিতা কখনও কথার মাঝখানে থামে না। আমি তোনিওর দিকে তাকালাম, আর বুঝলাম কেন।

অর্ধেক পড়লাম। বাকি অর্ধেক গিলে ফেললাম। -হু.

কেউ কেউ হঠাৎ পুরো লাল হয়ে যায়। তোনিও না: তোনিও লাল হয় ভাগে ভাগে। আমি টুকে রেখেছি।

তোনিওর লাল-মিটার



"ওই পার্সেলটা অপেক্ষা করতে পারে," তোনিও খুব তাড়াতাড়ি বলল। "ও তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে, তাই না? আরও একদিন করুক। কিংবা দশদিন। বিজলির কোনো তাড়া নেই।"
বিজলির মুখে এমন কথা আমি এই প্রথম শুনলাম।

সেই রাতে: ৪। আমি হলে লালে লিখতাম। আমার কাছে শুধু সবুজ। -হু.

"আজ রাতে কিছু খোলা হবে না," মারা বললেন। "আর অনুমতি ছাড়া তাকে হাত দেওয়া চলবে না।"
কেউ হাত দিল না। আর তখনই আবার বেজে উঠল।
টুংটুং।
"ওটা দরজা!" হুলিতা বলল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই।

টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন



দরজা | তোনিওর সাইকেল

রবারের ব্যাঙ | নং ৩

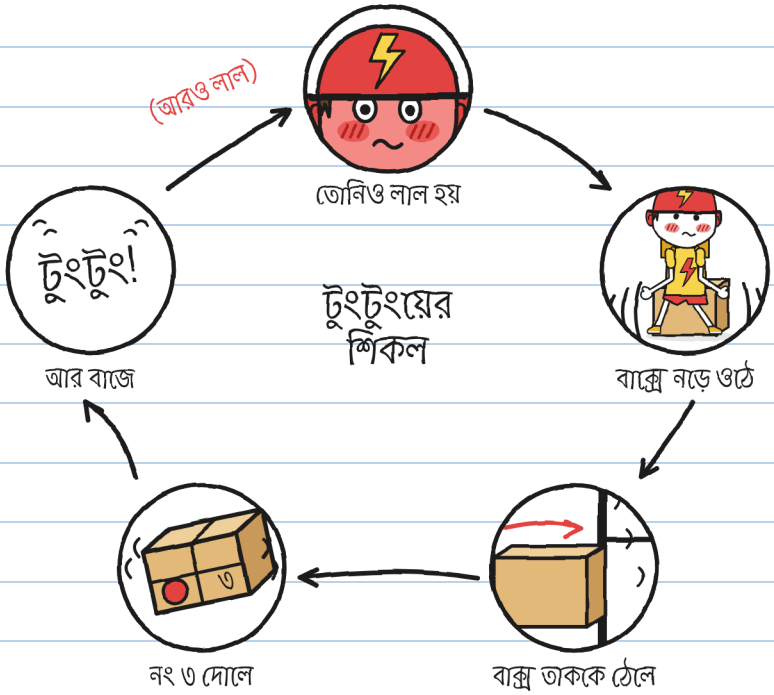
ব্যাঙটা নির্দোষ। আমি ওকে চিনি। -হু.

ফুটপাতে বেরিয়ে পরীক্ষা করলাম। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।
দরজা খুললাম আর বন্ধ করলাম: ক্যাঁ-আ-আ-চ। তোনিওর
সাইকেলের বেল বাজালাম: ক্রিং! ব্যাঙটা টিপলাম: পিঁক।



ভেতরে হুলিতা আঙুল নেড়ে আমাকে "না" বলছিল। কোনোটাই নয়।
আমি আবার ঢুকলাম। তোনিও তার বাক্সে নড়েচড়ে বসল।
টুংটুং।

আমি নিচু হলাম। তোনিওর বাক্স্র টা তাকের পায়ার গায়ে ঠেকে ছিল।



ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও।
৩ নম্বর পার্সেলের ভেতরে এমন কিছু আছে, যেটা নাড়ালে বাজে।

আমার মতো। -হু.

তোনিও ঠিক করল, একদম স্থির বসে থাকবে। সেটা টিকল এইটুকু:

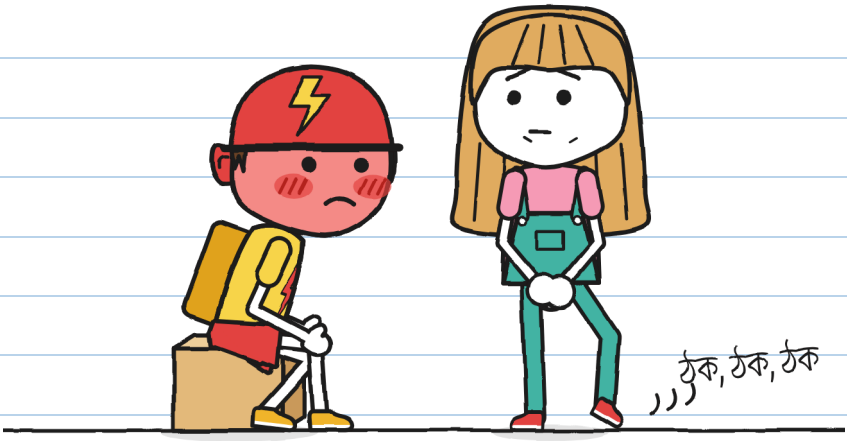


শুধু একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন তাক ঠেলে না। -হু.

এটা কিন্তু ঠেলে।

"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল। "ছোটবেলায়।"
এত আস্তে বলল যে ব্যাঙটা আমার চেয়ে ভালো শুনল।

হুলিতা মুখ খুলল। আমি দেখলাম, ওর প্রশ্নগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর তোনিওর দিকে তাকাল, যে তখনও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে ছিল, আর মুখ বন্ধ করল।



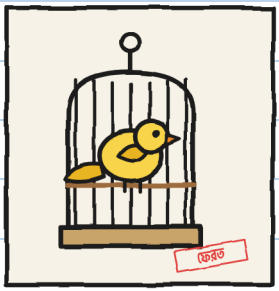
"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," সে বলল।
ওর পক্ষে কঠিন ছিল। পায়ের নড়াচড়ায় সেটা বোঝা গেল।

যে প্রশ্নগুলো করিনি: নয়টা। লিখে রেখেছি। -হু.

"তাহলে ওটা কখনও পৌঁছে দেননি কেন?" আমি মারাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বারোবার নিয়ে গেছি। লেবেলটা দেখো: না রাস্তা, না বাড়ির নম্বর, না পদবি। যত তোনু পেয়েছি, সবার কাছে চেষ্টা করেছি।"

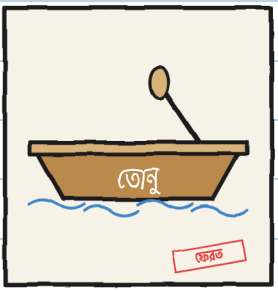
মারার তোনুরা



১. একটা ক্যানারি।
(লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল। চলবে না।)



২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
("আমার তো ইচ্ছেই আছে।")



৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

"আর তোনিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"শেষবার যখন চেষ্টা করেছিলাম, তখনও ওকে চিনতাম না," মারা বললেন, আর তার দিকে তাকালেন। "আর ছোটবেলায় ওকে কী নামে ডাকা হতো, সেটা কেউ আমাকে বলেনি।"

মারা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেগুনি কাপড় বের করে ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন, যেমন করে ঘুমোনোর জন্য টিয়ার খাঁচা ঢাকা হয়। তারপর তোনিওর বাক্সটা তাক থেকে দুই বিঘত সরিয়ে দিলেন।
"এই তো। এবার যত খুশি নড়তে পারো।"



তোনিও চলে যেতে পারত। সাইকেল দরজার কাছেই ছিল: দশ মিনিটে পাড়ার অন্য মাথায় পৌঁছে যেত।
সে আবার বসে পড়ল।
কেন, জানি না। তবু লিখে রাখছি। আর ওর বাক্সে পিঠের ঠেস নেই বলে আমি একটা এঁকে দিয়েছি।

কেউ তোমার কাছে পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.

দোকান বন্ধ করার সময় তোনিও সবার শেষে থেকে গেল, হেলমেটের ফিতে আঁটছিল।

"মারা। কাল আমি ওই নিয়ে কথা বলতে আসব। কিন্তু একান্তে।"

"এই দুজন দোকানেরই লোক।"

তোনিও আমাদের দিকে তাকাল।

"এদের ঠিক আছে। কিন্তু বিজলির কেউ নয়।"



টুংটুংয়ের এখন মালিক ছিল। জানা বাকি, মালিক ওটা চায় কি না।

ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.

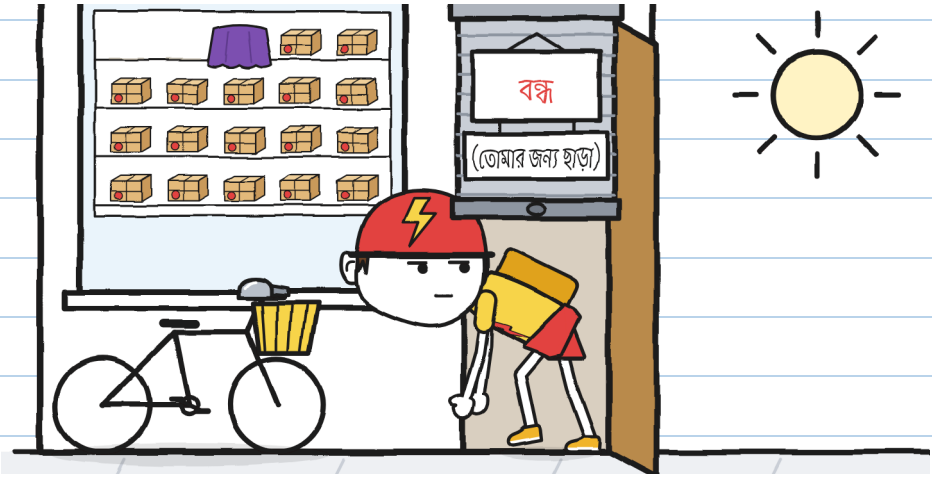
আমার ভয়টা সেটাই।

অধ্যায় ২

আমি হ্যাঁ বলিনি

রবিবার দোকান খোলে না। মারা ঝাঁপটা অর্ধেক তুলে রাখলেন আর একটা নোটিশ ঝোলালেন: বন্ধ (তোমার জন্য ছাড়া)।

তোনিও এগারোটায় এল। ঢোকার আগে সে রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাল, যেমন রাস্তা পার হওয়ার আগে তাকায়। বিজলির কেউ আসছিল না।



আমরা এসেছি সাড়ে দশটায়। যদি কিছু হয়, তাই। -হু.

মারা ৩ নম্বরটা কাউন্টারে রাখলেন, কাপড়টা সরিয়ে নিলেন, আর এমনভাবে বললেন যেন নোটিশ পড়ছেন:
"তিন নম্বর পার্সেল। তোনুর জন্য। তুমিই কি?"
"ছিলাম।"
"আমার চলবে। ওটা কি তুমি চাও?"

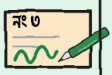
তোনিও বাক্স টার দিকে তাকাল। বাক্স কিছু বলল না।
"আমি হ্যাঁ বলিনি।"
"না-ও তো বলোনি।"
"আমি বলেছি যে আমি হ্যাঁ বলিনি।"



সই না করার জন্য তিনটে বাক্য। আমি গুনে দেখেছি। -হু.

তোনিও বাক্সটা ধরল, যেমন করে গরম সসপ্যান ধরে। ওজন দেখল। ঘোরাল। কানের কাছে নিয়ে একটু নাড়ল।
টুংটুং।
তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।

"ও যদি ওটা বাড়ি নিয়ে যায়?" হুলিতা বলল। "পার্সেল যদি যে নিয়েছে তার বাড়িতে রাত কাটায়, তাহলে তো পৌঁছেই গেল। এটা যুক্তির কথা।"
"ফিরে যাওয়ার সিলমোহর যুক্তি মানে না," মারা বললেন। "ওটা চলে কালিতে।"

পৌঁছানো ধরা হবে?		
	তাকানো	না
	ধরা	না
	বাড়ি নিয়ে যাওয়া	না
	লেবেলে না-মোছা কালিতে সই করা	হ্যাঁ

সিলমোহরের সঙ্গে আমার মত মেলে না। -হু.

"এই ডেলিভারিটা তোমাদের," মারা হুলিতা আর আমাকে বললেন,
"মেঘের ডাকের ডেলিভারির মতোই। তিনটে শর্তে।"
আঙুলে গুনে গুনে বললেন:

১. তোমরা বাক্স খুলবে না। আর লেবেল যেমন আটকানো আছে, তেমনই থাকবে।
২. ৩ নম্বর শুধু তখনই দোকান থেকে বেরোবে, যখন তোনিও চাইবে।
৩. যে পার্সেল নেয়, সে সই করে, যদি চায়। সই না করলে ভোরে পার্সেলটা ফিরে আসে, আর এখানে কিছুই ঘটেনি।

"আর যদি কখনওই না চায়?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"তাহলে কখনওই না।"

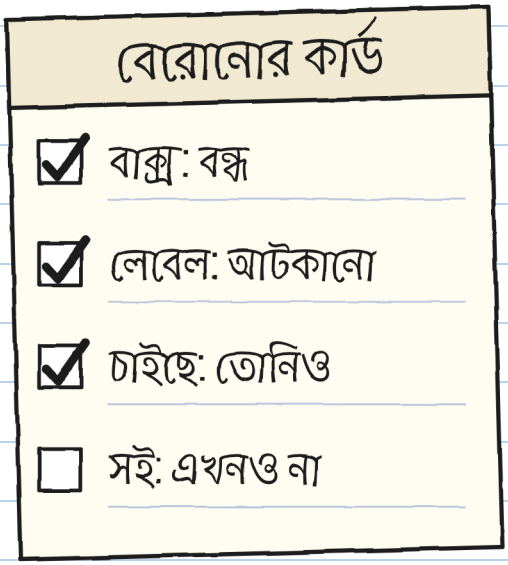


"কখনও" কোনো ডেলিভারির সময়সীমা নয়। -হু.

তোনিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। হুলিতা ঘড়ি ধরে মাপল: চার মিনিট। বিজলির হিসেবে প্রায় আধখানা ডেলিভারি।

"আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি," শেষে সে বলল। "বন্ধ অবস্থায়। ভাবার জন্য। আপাতত।"
"তুমি কি চাইছ?" মারা জিজ্ঞেস করলেন।
"আমিই চাইছি।"

কীভাবে বেরোল, আমি টুকে রাখলাম, যাতে কেউ অন্য কিছু বলতে না পারে:





বাইরে তোনিও ৩ নম্বরটা সাইকেলের ঝুড়িতে রাখল। ছাড়তেই বেজে উঠল: টুংটুং।

সে হ্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে বিজলির বেল লাগানো, যেন কিছু মনে পড়ে গেছে।
"কী?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"কিছু না।"
সে হেঁটে চলে গেল, সাইকেল হাতে ধরে। তোনিও কখনও হেঁটে যায় না।



ওই 'কিছু না' আসলে 'কিছু একটা' ছিল। ওকে সাহায্য করতে হবে। -হু.

দরজা থেকে আমি দেখলাম মোড়ে বিজলির দুটো সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে।
"তোনিও! ঝুড়িতে কী নিয়ে যাচ্ছ?" চেঁচিয়ে বলল কোমর পর্যন্ত বেণীওয়ালা একটা মেয়ে।
"একটা ডেলিভারি।"
"কার জন্য?"
"এক গ্রাহকের জন্য।"

সে মিথ্যে বলল না। কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে বাক্স্ টা ঘুরিয়ে দিল, যাতে লেবেলটা তার দিকে থাকে।



এবার বুঝলাম 'বিজলির কেউ নয় "মানে কী। -হু.

সেই রাতে আমি ঘরের জানালার খড়খড়ি তুলে রাখলাম। আমি দোকানের উল্টোদিকে থাকি: ৩ নম্বর ফিরলে আমি ঠিক দেখে ফেলব।

"গুনি?" আমার মা করিডোর থেকে বলল। "জেগে আছ কেন?"
"একটা পার্সেলের ওপর নজর রাখছি।"
"ও। আচ্ছা। তবে রাতের পোশাক পরে নজর রাখো।"

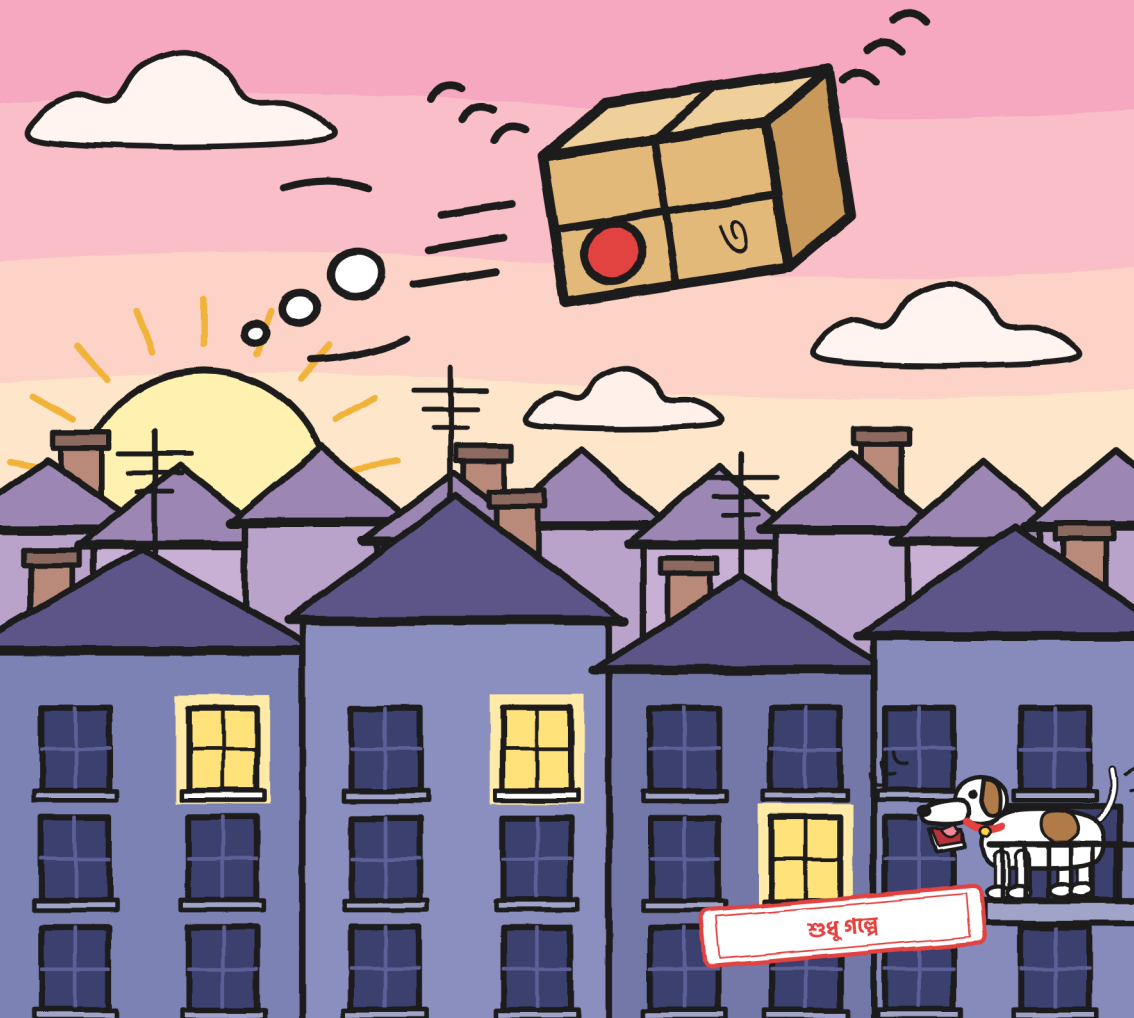


আমিও নজর রাখতে চেয়েছিলাম। আমার জানালা উঠোনের দিকে। -হু.

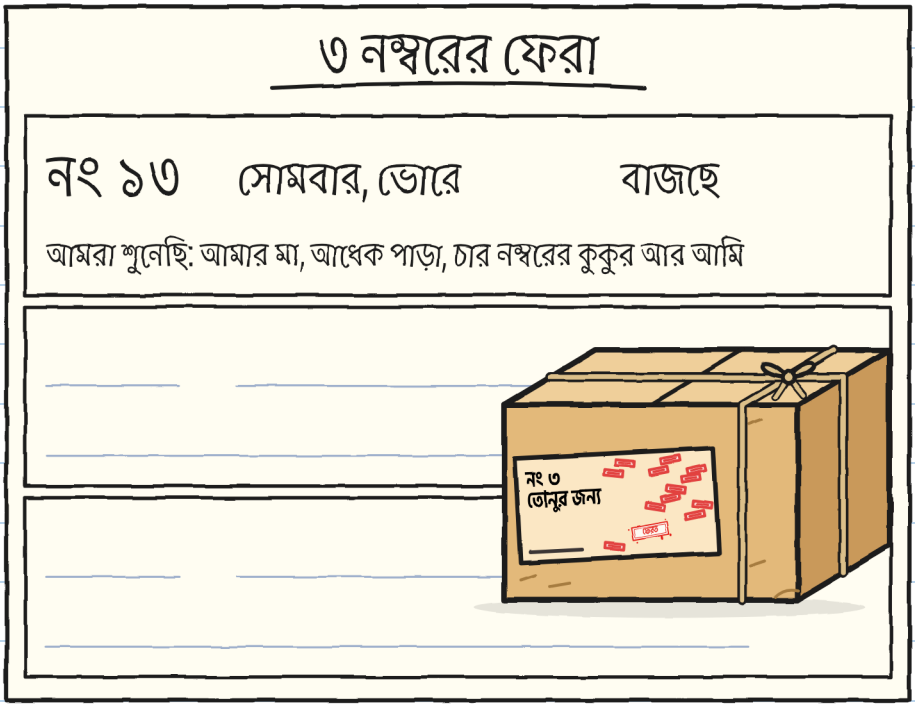
ভোরে আগে শোনা গেল, তারপর দেখা গেল।

টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং।

ছাদের ওপর দিয়ে আসছিল, কোনো তাড়া ছাড়াই, আইসক্রিমের গাড়ির মতো বাজতে বাজতে। তিনটে জানালায় আলো জ্বলল। একটা কুকুর ডাকল। ৩ নম্বর ঢুকে পড়ল দরজার ওপরের ছোট্ট জানালা দিয়ে, যেটা মারা এই জন্যই খোলা রাখেন।



স্কুলের পর আমরা দোকানে গেলাম। ৩ নম্বর নিজের তাকেই ছিল। ওতে আরও একটা সিলমোহর: তেরো।



"এটা শাস্তি নয়," মারা বললেন। "এটাই নিয়ম। কেউ সই করেনি: তাই ফিরে আসে।"

তেরোটা সিলমোহর। এই হারে বাক্সটাই আর দেখা যাবে না। -হু.

তোনিও এল পাঁচটা কুড়িতে, নিজের ডেলিভারির পর। ও ফিরে এসেছে কি না, জিজ্ঞেস করল না: নিজের বাড়ির ওপর দিয়ে ওটাকে উড়ে যেতে শুনেছিল।

এটা আমি দেখিনি। ও নিজেই আমাকে বলেছিল:

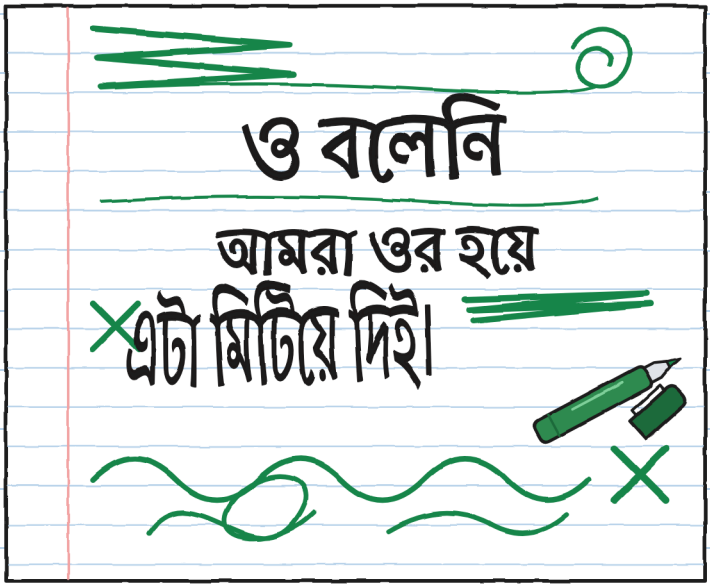
তোনিও আমাকে যা বলল



"ওটা আমি পাপোশে রেখেছিলাম। সারা রাত।"
"ঘরে আনলে না কেন?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমাকে ওই নামে ডাকার লোক বাড়িতে এমনিতেই অনেক।"

"একটা সই করলেই সব ঠিক হয়ে যেত," তোনিও চলে যেতেই হুলিতা বলল। "মাত্র একটা। দুই সেকেন্ড লাগে। নিজেরটা দিয়ে আমি মেপে দেখেছি।"

আমি খাতা খুললাম আর কলম দিয়ে চেপে চেপে লিখলাম, যাতে সবুজ রং ওটাকে ঢেকে দিতে না পারে:



পড়েছি। আমি একমত নই। আপাতত। -হু.

আমার আরেকটা আইডিয়া আছে। অমন করে তাকিয়ো না। -হু.

অধ্যায় ৩

অটোগ্রাফ

মঙ্গলবার স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি, দোকানের সামনের ফুটপাতে একটা টেবিল। তাতে মাটি পর্যন্ত নেমে আসা হলুদ টেবিলক্লথ, হুলিতার হাতের লেখায় একটা পোস্টার, আর মাঝখানে টেবিলক্লথের নিচে একটা ঢিবি মতো কিছু।



"এটা একটা স্ট্যান্ড," হুলিতা বলল। "সই করতে আরাম হবে বলে। আমি অটোগ্রাফ জমাই।"

"কবে থেকে অটোগ্রাফ জমাচ্ছ?"

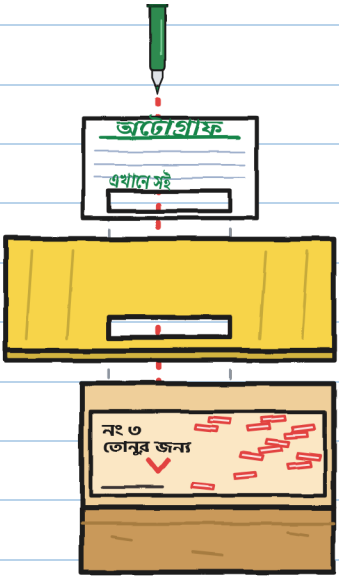
"কাল থেকে।"

স্ট্যান্ডের ওপরে ছিল দাগ-টানা একটা কাগজ। নিচে একটা চৌকো ঘর। অন্তত তাই মনে হচ্ছিল: আসলে ওটা কাঁচি দিয়ে কাটা একটা ছোট্ট জানালা। টেবিলক্লথেও ঠিক নিচে ওইরকম আরেকটা ছিল। আমি একটা কোণ তুললাম। স্ট্যান্ডটা আসলে ৩ নম্বর, শোয়ানো, লেবেল ওপরের দিকে।

কীভাবে কাজ করে

১. কাগজটা, ছোট্ট জানালা সমেত।

২. টেবিলক্লথ, ফুটো সমেত।



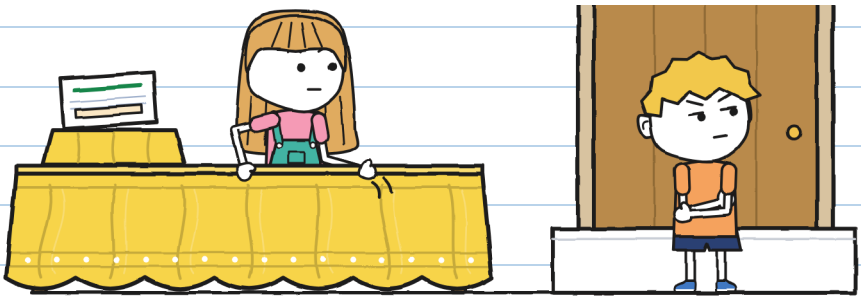
৩. ৩ নম্বরের লেবেল, যে অংশটা ফাঁকা।

৪. যে ছোট্ট জানালায় সই করে... সে লেবেলেই সই করে।

"আমার মার্কার দিয়ে," হুলিতা খুশিতে ফিসফিস করে বলল। "যে কালি মোছে না। কাল আর ফিরবে না, আর আমরা না দেখানো পর্যন্ত ও টেরই পাবে না। সারপ্রাইজ!"

"তোনিও তো বলেনি যে ওটা দোকান থেকে বেরোবে," আমি বললাম।
"দ্বিতীয় শর্ত।"
"ও কৃতজ্ঞ থাকবে।"
"আর মারা?"
"উনি ফোনে ছিলেন। আমি বলেছি, এটা অটোগ্রাফের টেবিল। আর সত্যিই তাই।"
"আর স্ট্যান্ড?"
"ওটা উনি জিজ্ঞেস করেননি।"

আমি ওকে ফ্লোরা আর আট নম্বর বীজের কথা মনে করিয়ে দিলাম: হুলিতা সময়ের আগে ফ্লোরাকে সই করতে দেয়নি।
"এটা এক নয়। ওটা ছিল অর্ধেক ডেলিভারি। এটা শর্টকাট।"
"তাহলে তুমিই করো। আমি না।"



ও সিঁড়ির ধাপে বসল। খুব গম্ভীর। একটুও সাহায্য করল না। -হু.

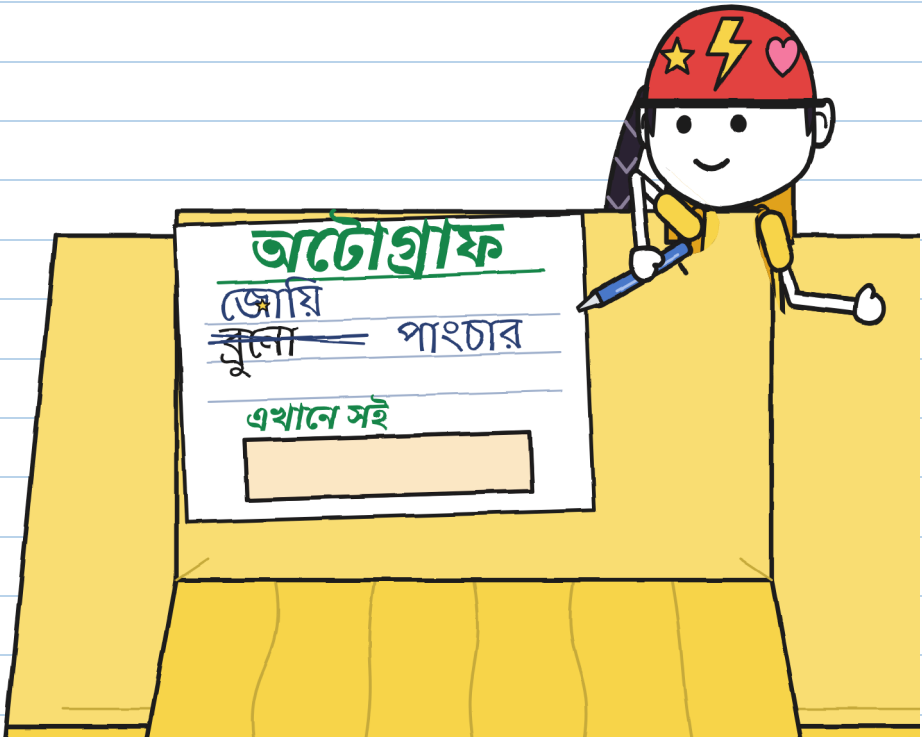
বিজলি আমাদের রাস্তা দিয়ে যায় পাঁচটা দশে। ওরা তিনজন, সারি বেঁধে।



"অটোগ্রাফ? আমাদের?" জোয়ি বলল। ব্রেক কষে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

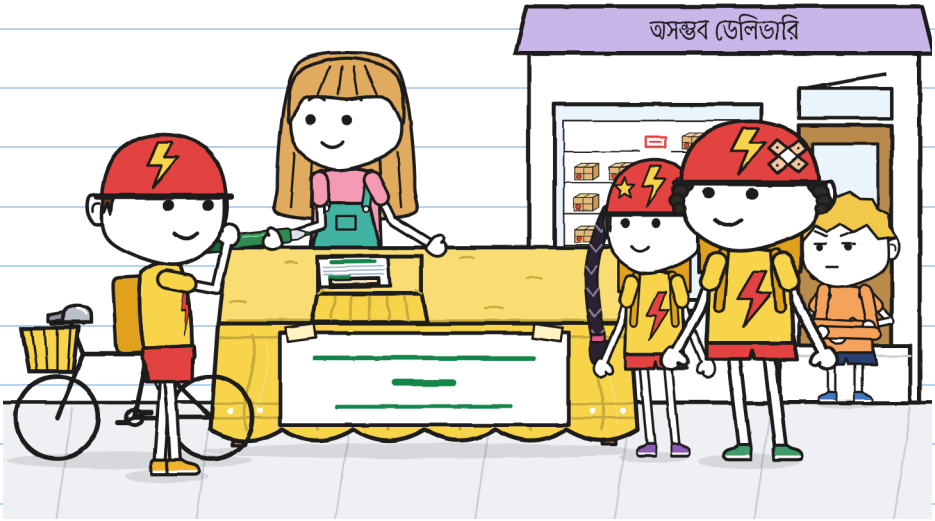
ওদের কাছে কেউ কখনও অটোগ্রাফ চায়নি। তাই তো কাজ করছে। -হু.

জোয়ি প্রথম সই করল, নামের "◌ো"-র জায়গায় একটা তারা এঁকে। ব্রুনো লিখল "ব্রুনো"। জোয়ি সেটা কেটে লিখে দিল "পাংচার"। "বিজলিতে ডাকনাম কেউ তোলে না," ব্রুনো আমাকে বুঝিয়ে বলল, একটুও রাগ না করে। "আমার চাকা একবার পাংচার হয়েছিল।"



তোনিও সাইকেল থেকে নামেনি। সে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে ছিল, রবিবার যেভাবে ৩ নম্বরের দিকে তাকিয়েছিল।

"এবার তোমার পালা, তোনিও," হুলিতা বলল। "এই যে নিচে, ঘরটায়। এটা সম্মানের জায়গা।"
আর ওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল।
তোনিওর কাছে কেউ কখনও অটোগ্রাফ চায়নি। সে সাইকেল থেকে নামল আর সোজা হয়ে দাঁড়াল।



আমি সিঁড়ির ধাপ থেকে সব দেখছিলাম, মুখ ভরা "এটা আমার ব্যাপার নয়" নিয়ে।

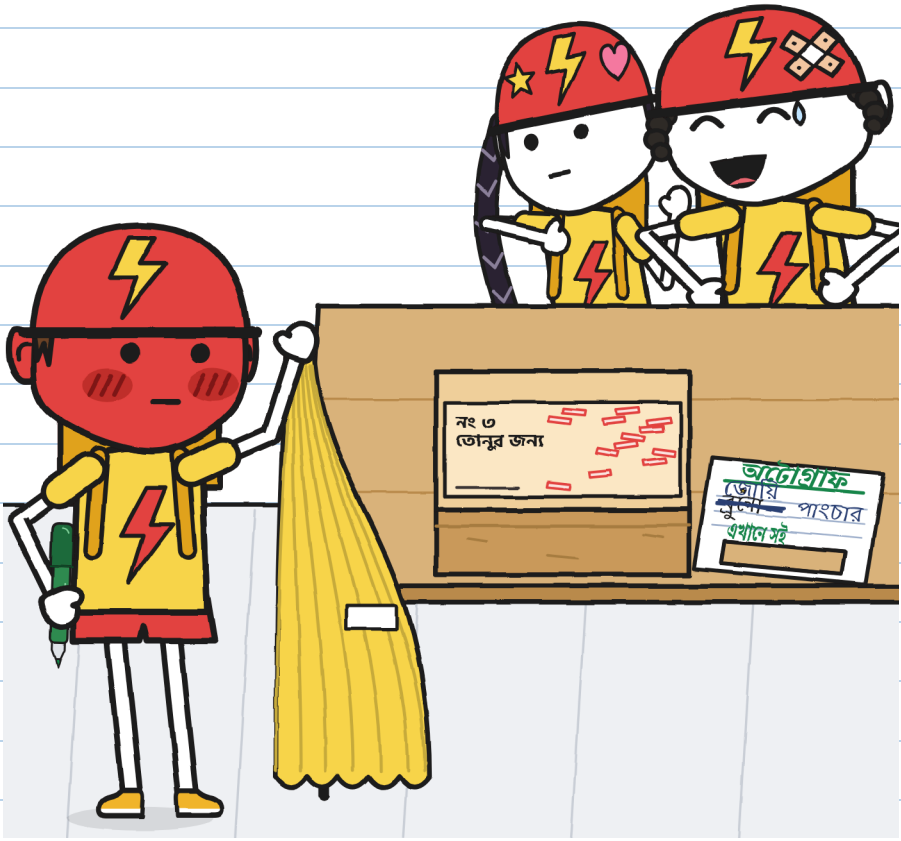
আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"তোনিও, দাঁ..."

আমি দেরি করে ফেললাম। তোনিও সই করার জন্য এক টানে স্ট্যান্ডটা কাছে টেনে নিল, আর টেবিলক্লথের নিচে কিছু একটা আমার আগেই কথা বলে উঠল:



তোনিও টেবিলক্লথ তুলল।



"তো-নু-র জন্য," জোয়ি ধীরে ধীরে পড়ল, যেন কোনো পুরস্কারের নাম পড়ছে।

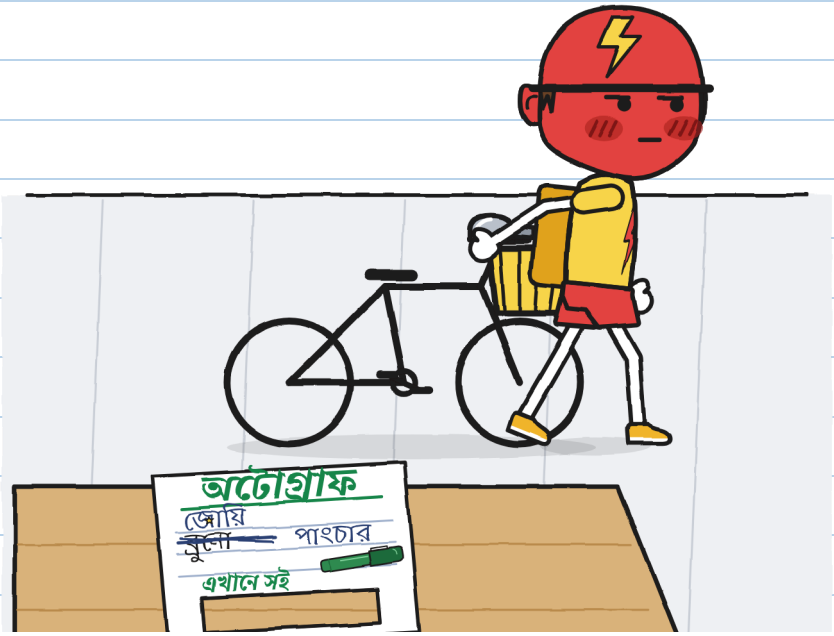
"তোনু?" ব্রুনো বলল, আর হেসে ফেলল।

জোয়ি হাসল না। জোয়ি ভাবছিল।

তোনিও চেঁচাল না। আস্তে আস্তে মার্কারের ঢাকনা লাগিয়ে কাগজটার ওপর রেখে দিল। সই না করে।

"বিজলি ফাঁদে সই করে না।"

সে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে হেঁটে চলে গেল। কেউ পেছনে গেল না।



সে হেলমেটের রঙের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওটা লজ্জার লাল ছিল না। অন্য কিছু ছিল।

লাল-মিটারে ওটার কোনো নম্বর নেই। -হু.

মারা বেগুনি কাপড়টা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কে করেছে, জিজ্ঞেস করলেন না: তাকের ফাঁকা জায়গাটা দেখলেন, টেবিলটা দেখলেন, আর হুলিতার দিকে তাকালেন।

৩ নম্বরটা ঢেকে দুহাতে তুলে নিলেন।

"এই পার্সেল পৌঁছে যায়নি," তিনি জোয়ি আর ব্রুনোকে বললেন। "আর লেবেলে যা লেখা আছে, সেটা তোনিওর ব্যাপার।"



ওরা বেল না বাজিয়েই চলে গেল।

আমি হুলিতাকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলাম: টেবিলক্লথ, পোস্টার, দুটো সই আর একটা ফুটোওয়ালা কাগজ। ওকে "আগেই বলেছিলাম" বললাম না। "কিছু হয়নি"-ও বললাম না, কারণ কিছু হয়েছিল।
"তুমি তো কিছু করোনি," সে বলল।
"আমি দেরি করে সাবধান করেছি। আগেই বলতে পারতাম। কিংবা মারাকে ডাকতে পারতাম।"



তারপর হুলিতা ভেতরে গিয়ে মারাকে সব বলল, একাই, কিছু বাদ না দিয়ে: ছোট্ট জানালা, টেবিলক্লথ, তাক, ফোন।
"তোনিওকে," মারা বললেন, "তুমিই বলবে।"

বুধবার তোনিও পাঁচটা দশে গেল, আর থামল না। পাঁচটা কুড়িতে আবার গেল। তৃতীয়বারে হুলিতা ফুটপাতের ঠিক মাঝখানে একটা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্ষমা চাওয়া

আমি তোমার পার্সেলটা বের করেছিলাম।
তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম।
তোমার লেবেল অন্যদের দেখিয়েছি।
ক্ষমা করো।
-হুলিতা

তোনিও সাইকেল থেকে না নেমেই ওটা পড়ল।
"ঠিক আছে। পড়েছি।"
"আমাকে ক্ষমা করবে?"
"আমি বলেছি যে পড়েছি।"
সেদিন বিকেলে দোকানে তোনিওর বাক্সটা ফাঁকা পড়ে রইল।

আমি পুরো নাম দিয়ে সই করেছি। এটুকু তো করতেই হতো। -হু.

অধ্যায় ৪

একটা ছোট সাইকেল

বৃহস্পতিবার তোনিও রাস্তার দুদিকে না তাকিয়েই দোকানে ঢুকল। বগলে একটা সাইকেল।



ওটা ওর সাইকেল ছিল না। কিংবা ছিল: ওর আগের সাইকেল। "রবিবার থেকে আমার মাথায় একটা টুংটুং বাজছে," সে বলল। "মনে হয় জানি ওটা কীসের। দেখতে চাই, ঠিকঠাক মনে আছে কি না।"

"আমি ওটা খুলতে চাই। কিন্তু এখানে নয়। যেখানে কাচের জানালা নেই।"

মারা আমাদের পেছনের ঘরে নিয়ে গেলেন।

"দেখার জন্য খোলা মানে সই করা নয়," তিনি বললেন। "সই না হলে ভোরে ওটা ফিরে আসবে।"



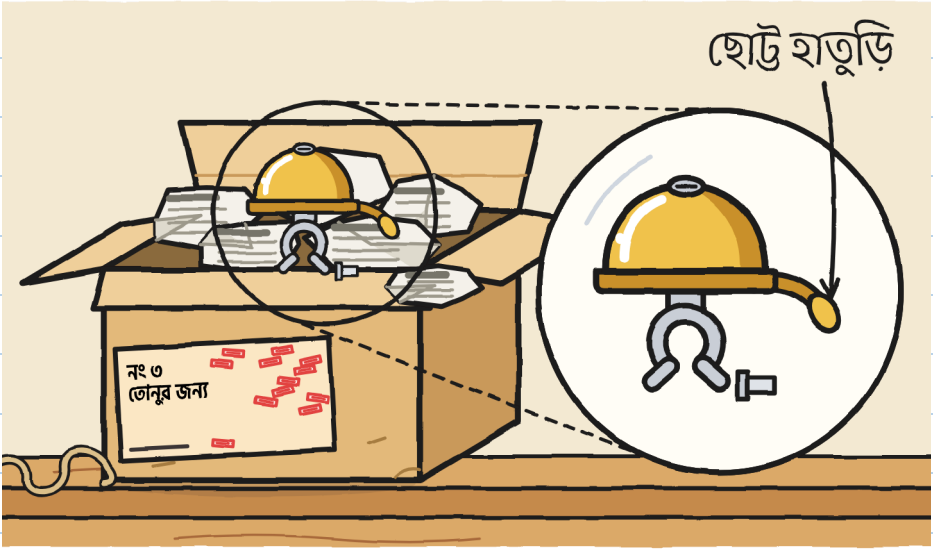
"আমি থাকতে পারি?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল। সত্যিই জিজ্ঞেস করল।

তোনিও একটু সময় নিল।

"যদি কিছু না ছোঁও।"

"বাক্স ও ছোঁব না, বিষয়টাও না।"

তোনিও দড়িটা খুলল। ভেতরে ছিল খবরের কাগজ, এত পুরোনো যে নিজে নিজেই ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আর কাগজের মধ্যে...

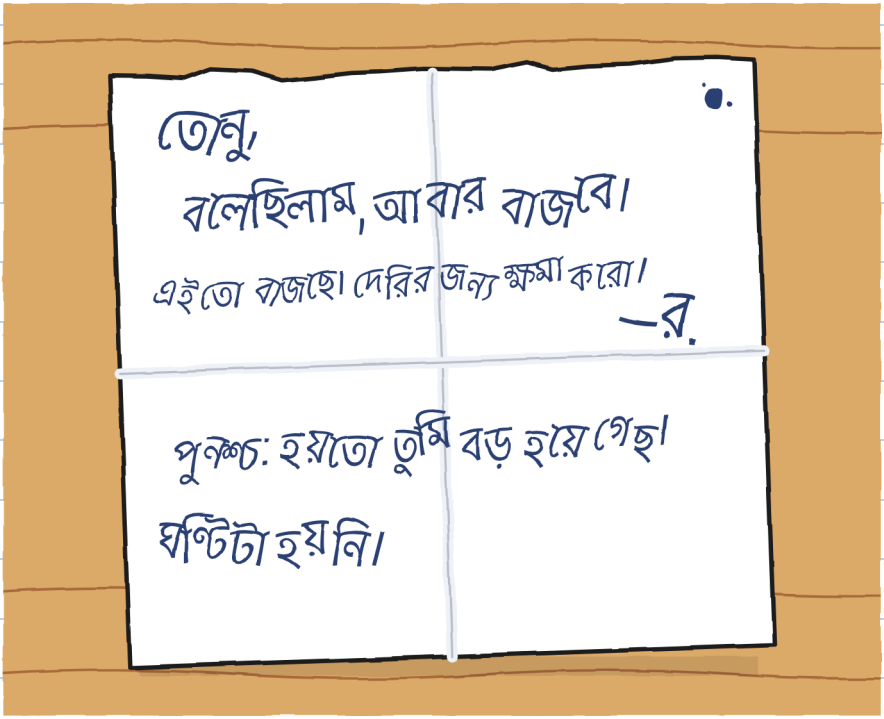


সাইকেলের একটা ঘণ্টি। ছোট্ট, সোনালি, একটা স্প্রিংয়ে আটকানো ছোট্ট হাতুড়ি সমেত: একটু নাড়ালেই বেজে ওঠে।

১ নম্বর কামড়াত। ২ নম্বর ছুটত। ৩ নম্বর শুধু বাজে।

ড্রাগন নেই, পা-ও নেই। শুধু একটা ঘণ্টি। আমার ভালো লাগল। -হু.

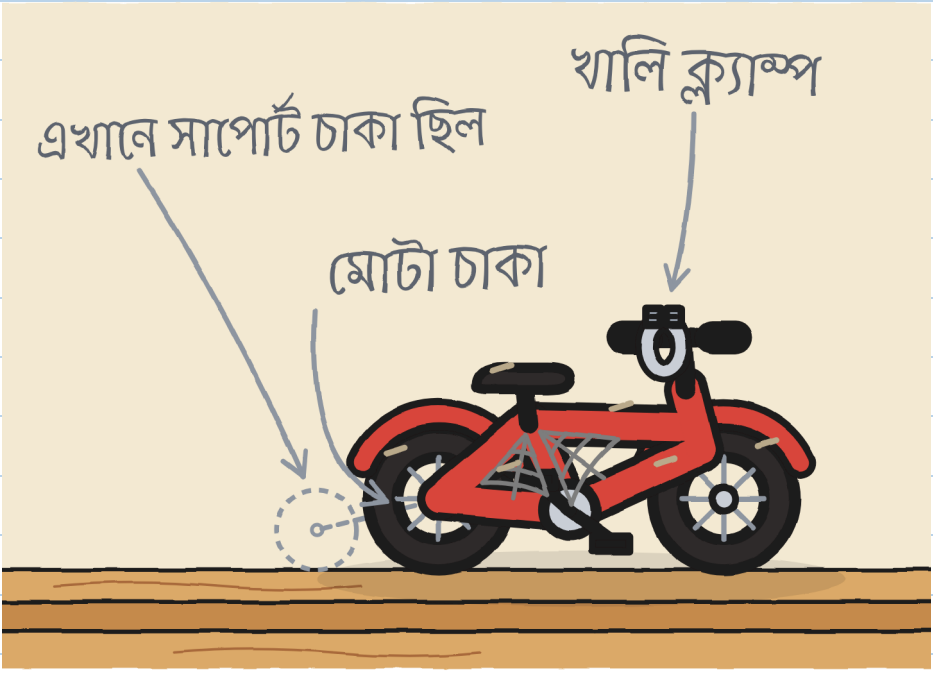
নিচে চার ভাঁজ করা একটা চিরকুট ছিল।



তোনিও ওটা দুবার পড়ল।
"কী বাজে হাতের লেখা," সে বলল। আর অনেকক্ষণ আর কিছু বলল না।

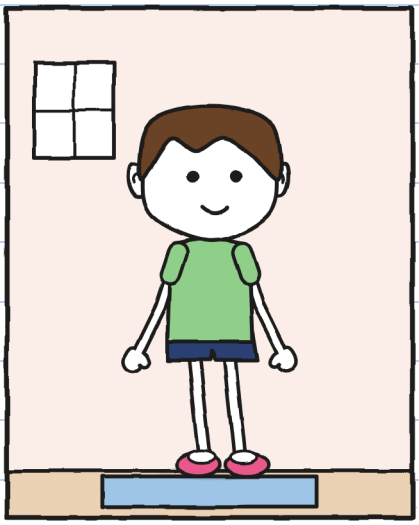
র. দেরিতে কথা রাখে। ফ্লোরা বলেছিলেন। কতটা দেরি, সেটা বলেননি। -হু.

তখন তোনিও ছোট সাইকেলটা টেবিলের ওপর রাখল।

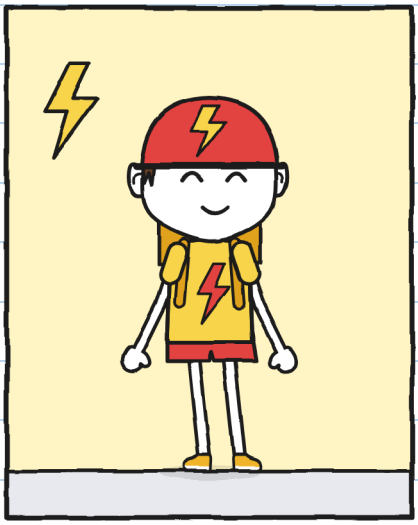


"এটা আমার ছিল। এতে এই ঘণ্টিটা লাগানো ছিল। একদিন আর বাজল না: শুধু ক্লাক ক্লাক করত। কেউ একজন আমাকে বলল, 'দাও তো, তোনু, আমি সারিয়ে ফেরত দিচ্ছি'।"
"কে?" হুলিতার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আর সে মুখ চেপে ধরল।
"মুখটা মনে নেই। ঘণ্টিটা মনে আছে। আর মনে আছে, আমি অনেক অপেক্ষা করেছিলাম।"

"বাড়িতে এখনও আমাকে তোনু বলে ডাকে," তোনিও বলল।
"বিজলিতে না। বিজলিতে আমি তোনিও: প্রথম দিনই নিজের কার্ডে আমি ওটা লিখেছিলাম।"
"তোনুর মধ্যে খারাপ কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"কিছু না। যতক্ষণ না জোয়ি বলে। বিজলিতে ডাকনাম কেউ তোলে না। ব্রুনোকে দেখো।"



বাড়িতে: তোনু



বিজলিতে: তোনিও

"মঙ্গলবার থেকে ব্রুনো আমাকে ছয়বার তোনু বলে ডেকেছে," তোনিও যোগ করল।
হুলিতা নিজের কোণে ছোট্ট হয়ে গেল।

“এখনও কি ওতে বসতে পারো?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল। নিজেকে আটকাতে পারল না।
মারা সাইকেলটা মাটিতে নামালেন। তোনিও বসল।



বসা গেল। মোটামুটি।
মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

লাল-মিটার: ০। এটাও লিখে রাখছি, কারণ এটাও গোনায় পড়ে। -হু.

"তোমার এখনকার সাইকেলে তো একটা বেল আছেই," আমি বললাম। "বিজলির বেল। এটা লাগাতেই হবে, এমন তো নয়। রেখে দিতে পারো। কিংবা ফিরে যেতে দিতে পারো।"

"জানি," তোনিও বলল। কিন্তু আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন কেউ আগে কখনও ওকে এটা বলেনি।

হুলিতা এগারো মিনিট চুপ করে শুনল, মার্কারটা বন্ধ করে রেখে।





১১ মিনিট

এগারো মিনিট। আমার জিভ ঘুমিয়ে পড়েছিল। -হু.

"আমি এটা একা চেষ্টা করে দেখতে চাই," তোনিও বলল।
আমরা তিনজন বেরিয়ে এলাম। তোনিও পেছনের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

হুলিতা দোকানের উল্টো প্রান্তে চলে গেল, যাতে শুনতে না হয়। আমি, না শোনার জন্য, আঁকলাম: তোনিওর আসনে এখন চাঁদোয়াও আছে। তবুও শোনা গেল।



টুংটুং।
এ সেই শনিবারের টুংটুংই। তারপর আরেকটা। তারপর অনেকক্ষণ আর একটাও না।

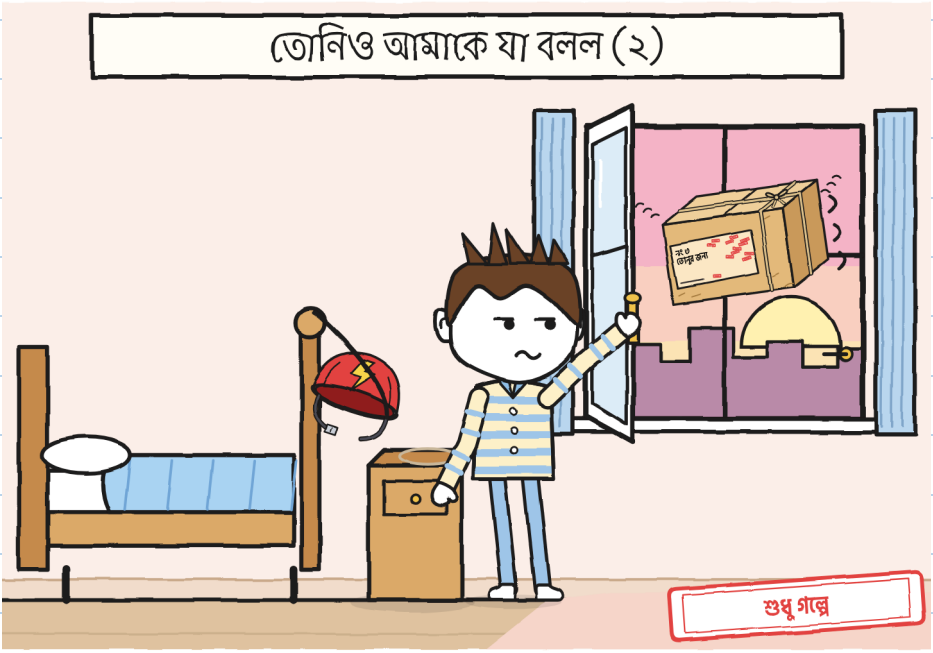
বেরোনোর সময় ওর এক হাতে ঘণ্টি, আর বগলে বাক্স।
"আমি এটা কাল পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি। সই না করে।"
"তাহলে ভোরে ওটা ফিরে আসবে," মারা বললেন।
"ফিরে আসুক। আমি জানতে চাই, এক রাত ওটাকে কাছে রাখা কেমন।"
"আর যদি ঘণ্টিটা বাক্সের বাইরে রেখে দেয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"কখনও পরখ করে দেখিনি," মারা বললেন। "আর সকাল সাতটায় সেটা পরখ করার ইচ্ছেও নেই।"
তোনিও সবকিছু বাক্সের ভেতরেই রাখল।



কাল পর্যন্ত আর চোদ্দো ঘণ্টা বাকি। আমি সবগুলো গুনব। -হু.

শুক্রবার আমার রাস্তা আবার বেজে উঠল: টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং। ফেরা নং ১৪।

তার আগেরটা আমি দেখিনি। তোনিও আমাকে বলেছিল:



"এবার ও পাপোশে ঘুমোয়নি। আমার বিছানার পাশের টেবিলে ঘুমিয়েছিল। ভোরে কাচে ঠোকাঠুকি করতে শুরু করল, আর আমি জানালাটা খুলে দিলাম।"

একটা পার্সেলের জন্য জানালা খুলে দিল। কী ভদ্র। -হু.

আমি তোনিওর দুটো সাইকেল পাশাপাশি আঁকলাম। এখনকারটায় ঘণ্টিটা বসিয়ে দিলাম, যেটা দারুণ মানিয়েছে।
হুলিতা তার ওপর একটা ছোট কাগজ সেঁটে দিল।



ও ঠিকই বলেছে। এটা আমাকে একটু জ্বালায়।

অধ্যায় ৫

একান্তে

শুক্রবার বিকেলে ৩ নম্বর নিজের তাকে ছিল, চোদ্দোটা সিলমোহর নিয়ে। তোনিও নিজের বাক্সে বসে দূর থেকে ওটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

হুলিতা দু-দিন ধরে কিছু একটা বানাচ্ছিল। আমি সবচেয়ে খারাপটার ভয় পেলাম।
ওটা ছিল দুটো বিকল্পওয়ালা একটা কাগজ।

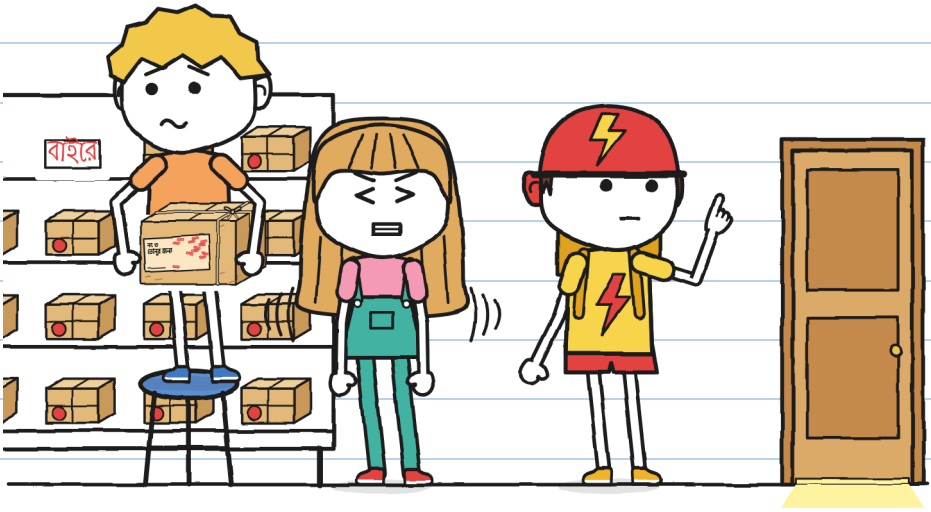


তোনিও কাগজটা পড়ল। তারপর মারার দিকে তাকাল।
"আমি সই করলে কে জানবে?"
"আমি। আর আমার রেজিস্টার খাতা, যেটা এই ড্রয়ার থেকে বেরোয় না।"
"আর বিজলি?"
"আমি বিজলিকে বলব না। রেজিস্টার তো কোনো পোস্টার নয়।"



পোস্টারে থাকে সংখ্যা। নাম থাকে ড্রয়ারে। -হু.

তোনিও নিজের বাক্স থেকে উঠে দাঁড়াল।
"আমি B নিচ্ছি।"
হুলিতা লাফিয়ে উঠল না। আমি দেখলাম, ও লাফায়নি।
"পেছনের ঘরে," তোনিও বলে চলল। "আর আমি চাই তোমরা থাকো। তোমরা দুজনই।"
"আমিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমি সই করি, এটা তুমিই সবচেয়ে বেশি চাও। তোমাকে সামনে রাখাই ভালো।"



পেছনের ঘরে তোনিও আবার ঘণ্টি আর চিরকুটটা বের করল। আস্তে আস্তে দেখল, যেমন কেউ ভাঙতি গোনে।

"সই করার আগে আমি দেখি, কীসে সই করছি," সে বলল, কারও দিকে না তাকিয়ে।

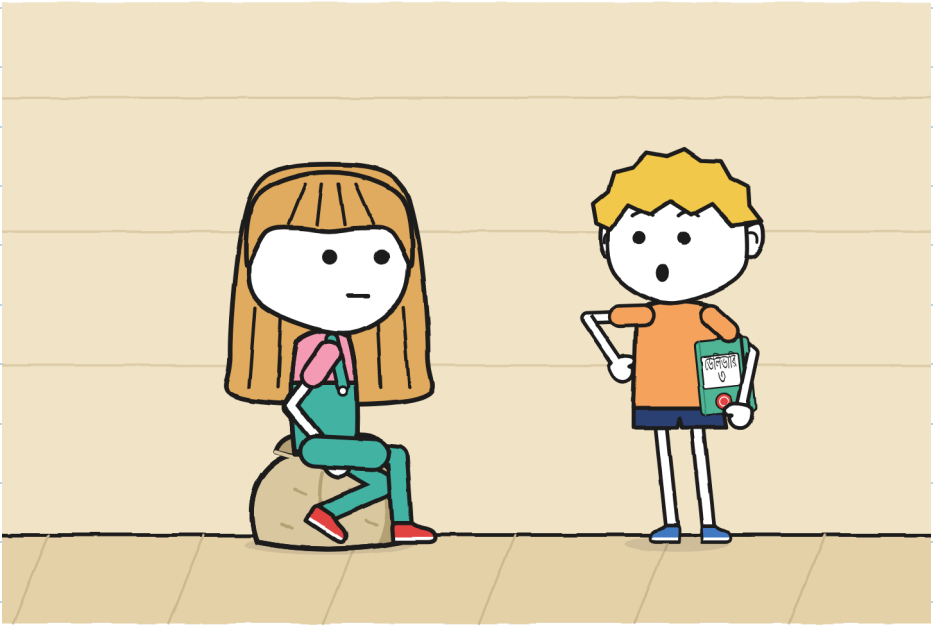
হুলিতা নিজের টি-শার্টের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।



হুলিতা ওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল, আর কোণে একটা বস্তার ওপর বসল।

"কী করছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

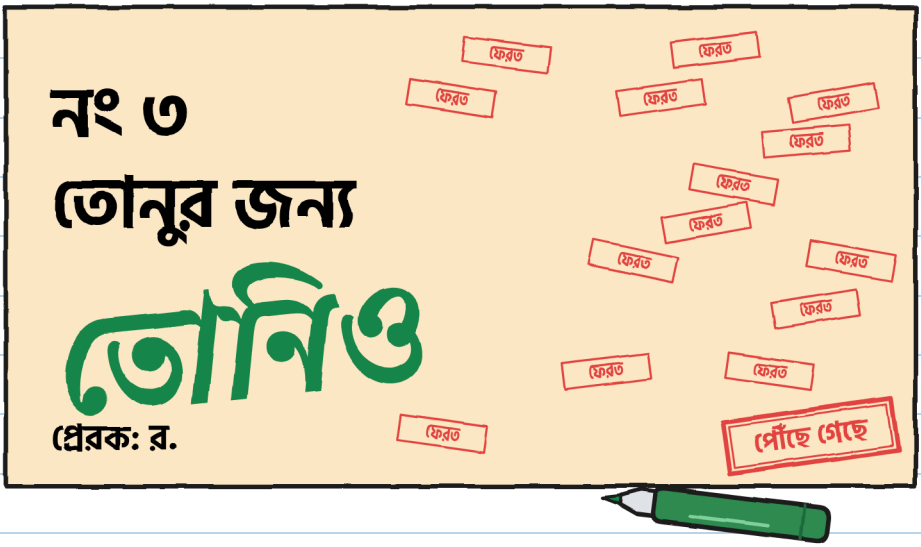
"নিজের হাতের ওপর বসেছি। যাতে সাহায্য না করে ফেলি।"



আমি খাতা বন্ধ করে বগলে চেপে ধরলাম।

তারপর ও সবকিছু লিখে রাখল। -হু.

তোনিও মার্কারের ঢাকনা খুলে সই করল।



লেবেলে লেখা ছিল "তোনু"। সইয়ে "তোনিও"।
"এভাবে চলবে?" সে মারাকে জিজ্ঞেস করল। "নামটা তো এক নয়।"
"সই করে সে, যে পার্সেল নেয়," মারা বললেন। "আর পার্সেলটা তুমিই নিয়েছ।"

মারা ডেলিভারিটা নিজের রেজিস্টারে লিখে রাখলেন। হুলিতার হাতে তখন নীল টুলটা। ও সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।
"আমি কি পোস্টারটা বদলাতে পারি?" সে জিজ্ঞেস করল। ও জিজ্ঞেস করল তোনিওকে, মারাকে নয়।
তোনিও পোস্টারটার দিকে তাকাল।
"এখানে তো শুধু একটা সংখ্যা লেখা।"
"শুধু।"
"ঠিক আছে।"



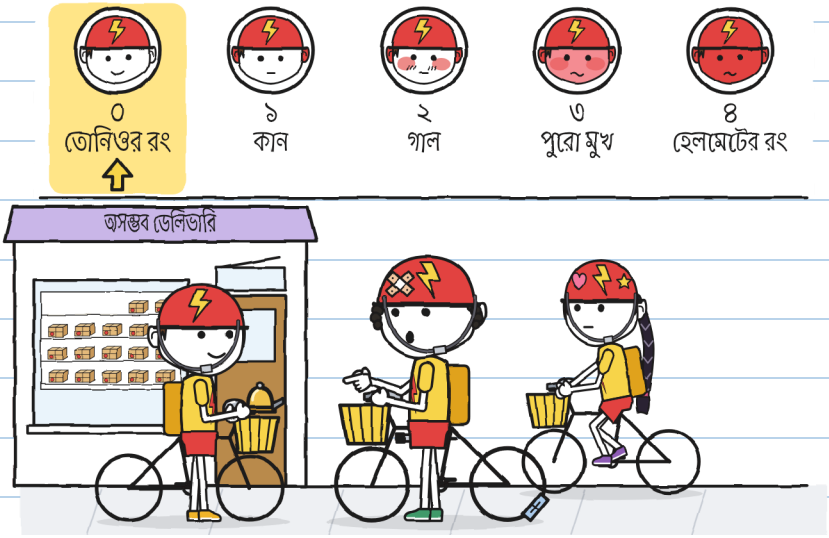
আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি, মনে রেখো। -হু.

তোনিও ফুটপাতে এল, সাইকেলটা দেয়ালে ঠেকাল, আর ব্যাগ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করল।
"ওটা কি লাগাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"হ্যাঁ।"
"আর বিজলির বেল?"
"ওটা বিজলির। এটা আমার।"



ওটা ও নিজেই লাগাল। আমি শুধু সাইকেলটা ধরে রেখেছিলাম, তাও ও বলেছিল বলে। তারপর ও এক আঙুলে ছোট্ট হাতুড়িটা ছুঁয়ে দিল। টুংটুং।

পাঁচটা দশে বিজলি গেল। ব্রুনো ব্রেক কষল।
"ওটা কী বাজছে?"
"একটা ঘণ্টি।"
"কোথা থেকে এল?"
"আমার ছিল।"
"যখন তুমি তোনু ছিলে, তখনকার?"
আমি তোনিওর মুখের দিকে তাকালাম। কিছু না। কান পর্যন্ত না।



"যখন আমাকে ওই নামে ডাকা হতো, তখনকার। এখন আমার নাম তোনিও। আর তোমার নাম কী?"
"পাং..." ব্রুনো থেমে গেল। "ব্রুনো।"
"তাহলে ওটাই, ব্রুনো।"

ব্রুনো মাথা তুলল। বিজলিতে দু-বছর ধরে কেউ ওকে ব্রুনো বলে ডাকেনি।

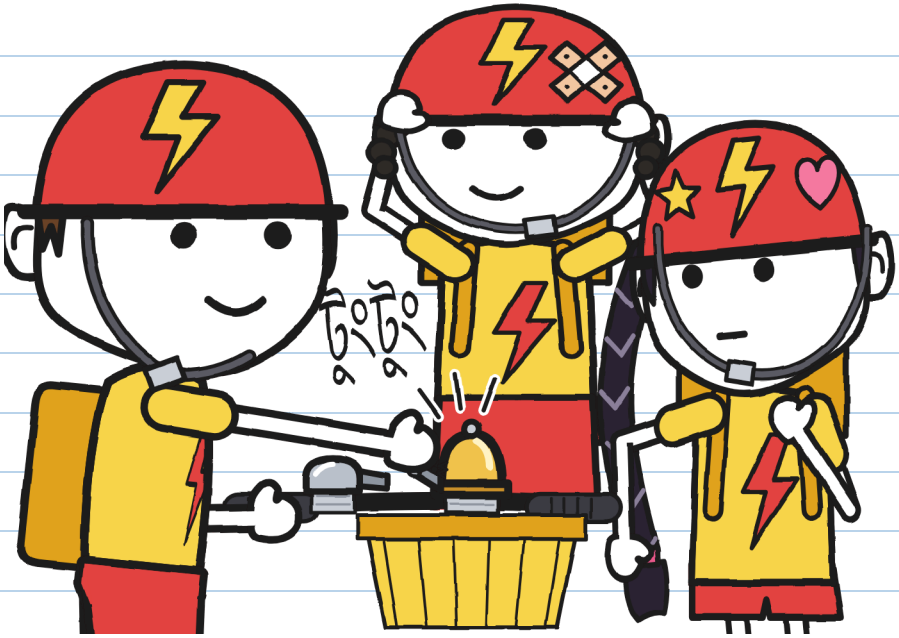
জোয়ি মুখ খুলল।

তোনিও ছোট্ট হাতুড়িটা ছুঁয়ে দিল। একবার।

টুংটুং।

জোয়ি মুখ বন্ধ করল। একটু ভাবল।

"ভালোই বাজে," সে বলল। "আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোনিও।"



ও বলল "তোনিও"। আর কিছু যোগ করেনি। -হু.

সেই রাতে আমি আবার খড়খড়ি তুলে রাখলাম।
"আবার নজর রাখছ?" আমার মা জিজ্ঞেস করল।
"আজ নজর রাখছি, যাতে কিছু না ঘটে।"
"ওটা আমি দারুণ পারি। এবার ঘুমোও।"



আমি মার্কারের ঢাকনা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার বালিশ এখন সবুজ। -হু.

ভোর হলো।

কিছুই বাজল না।

একটা টুংটুংও না, একটা জানালাও না, চার নম্বরের কুকুরটাও না।

আমার রাস্তায় আমি এ পর্যন্ত যত নীরবতা শুনেছি, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।



অধ্যায় ৬

আপাতত

শনিবার দশটায় আমি তাকটা আঁকলাম: সতেরোটা পার্সেল আর তিনটে ফাঁকা জায়গা।

মারা লেবেলটা নিজের রেজিস্টারে সেঁটে দিলেন, অন্য দুটোর পাশে।



একটা ডিম, কিছু বীজ আর একটা ঘণ্টি। তিনটেই পৌঁছেছে দেরিতে। তিনটেই পৌঁছেছে।

তৃতীয়টায় সই করল তোনিও। এবার আমি শুধু ওকে মার্কারটা এগিয়ে দিয়েছি। -হু.

তোনিও নিজের বাক্সে বসে নড়েচড়ে উঠল। এবার সে তাকের দিকে তাকাল না।

"বাক্সটা এখনও 'আপাতত'-ই," মারা বললেন।

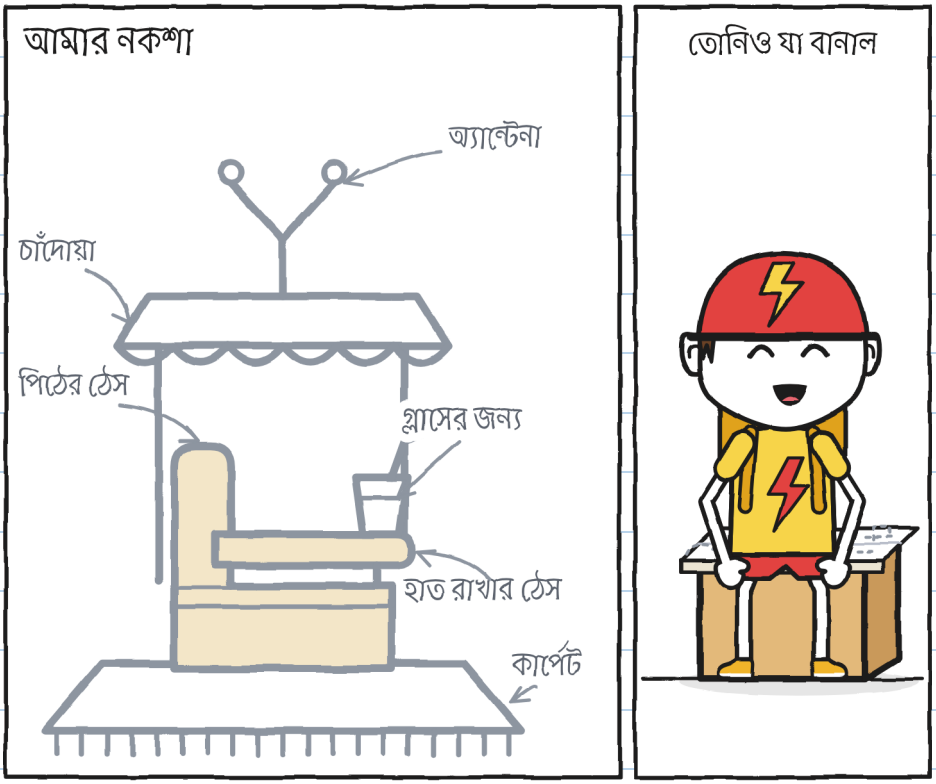
"আপাতত আমার চলবে," তোনিও বলল।

বাকি ১৭



"আপাতত" বছরের পর বছর চলতে পারে। ৩ নম্বরকে জিজ্ঞেস করো। -হু.

আমি তোনিওকে তার আসনের জন্য আমার নকশাটা দেখালাম। পুরো সপ্তাহ লেগেছিল।



"এটা আমাকে দেবে?" সে বলল।
নকশাটা চার ভাঁজ করে বাক্সের ওপর রাখল আর তার ওপর বসে পড়ল।

বাইরে ঘণ্টিটা হ্যান্ডেলে বেঁকে গিয়েছিল।

"তুমি যখন টাইট করবে, আমি ধরে রাখি," আমি বললাম।

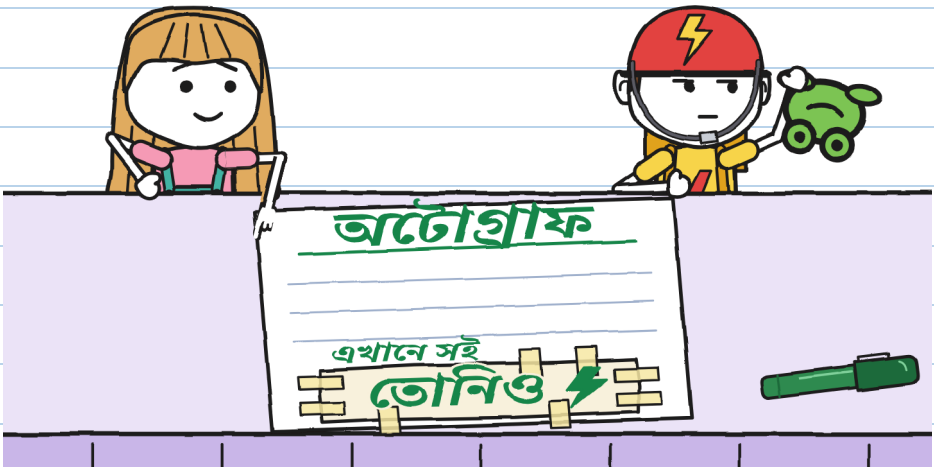
"আমি পারব।"

ও-ই পারল। আমি ওই স্ক্রুটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল ওতে একশো প্যাঁচ।



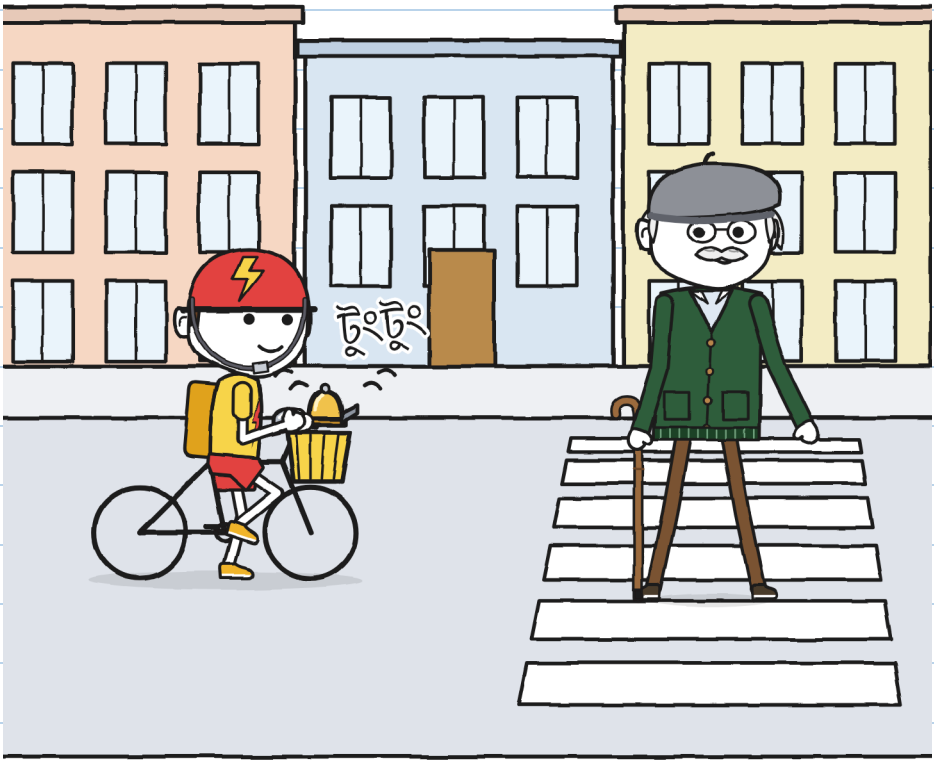
হুলিতা অটোগ্রাফের কাগজটা বের করল। ছোট্ট জানালাটা সে একটা কাগজের তালি আর অনেকটা টেপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল।

"এটা সেই ফাঁদের কাগজটা," মারা জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল। "আমি ঠিক করে দিয়েছি।"
তারপর কাগজটা তোনিওর সামনে রাখল।
"আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে? সত্যিকারের। নিচে কিছু নেই।"
তোনিও কাগজের নিচে দেখল। কাউন্টারের নিচে দেখল। ব্যাঙটাকে উল্টে দেখল।
"ঠিক আছে।"



আমার প্রাপ্য। -হু.

দুপুরে তোনিও একটা ডেলিভারিতে বেরোল। টুপি পরা এক ভদ্রলোক লাঠি হাতে আস্তে আস্তে রাস্তা পার হচ্ছিলেন।
তোনিও থামল। অপেক্ষা করল। আর ঘণ্টিটা মাত্র একবার বাজাল, যাতে উনি জানতে পারেন ও ওখানে আছে।
টুংটুং।



ভদ্রলোক লাঠি তুলে অভিবাদন জানালেন, আর নিজের গতিতেই এগিয়ে গেলেন।

“উনি দন আন্তোনিও,” মারা বললেন। “আমার তালিকার দু-নম্বর তোনু।”

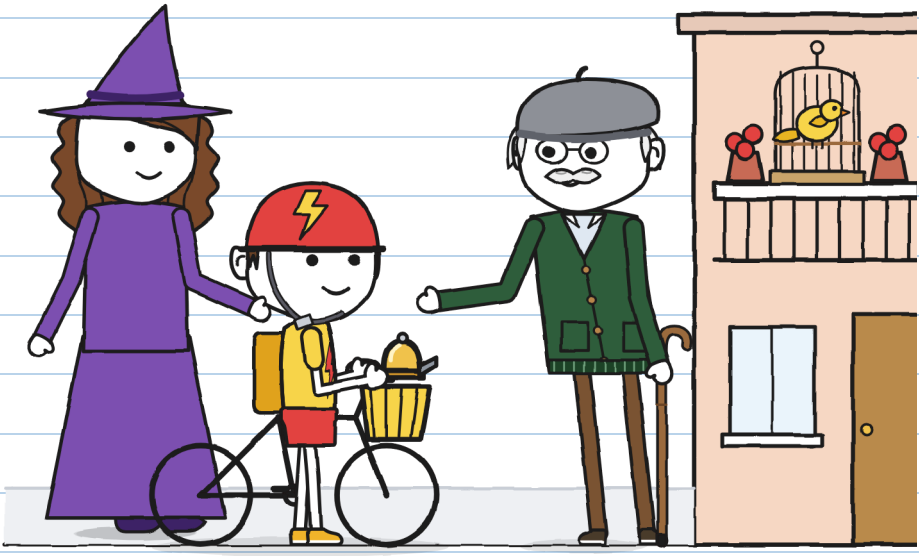
“ওই ঘণ্টিটা কি নতুন?” ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ততক্ষণে আমাদের ফুটপাতে।

“পুরোনো,” তোনিও বলল। “আমার ছিল। যখন আমাকে তোনু বলে ডাকত।”

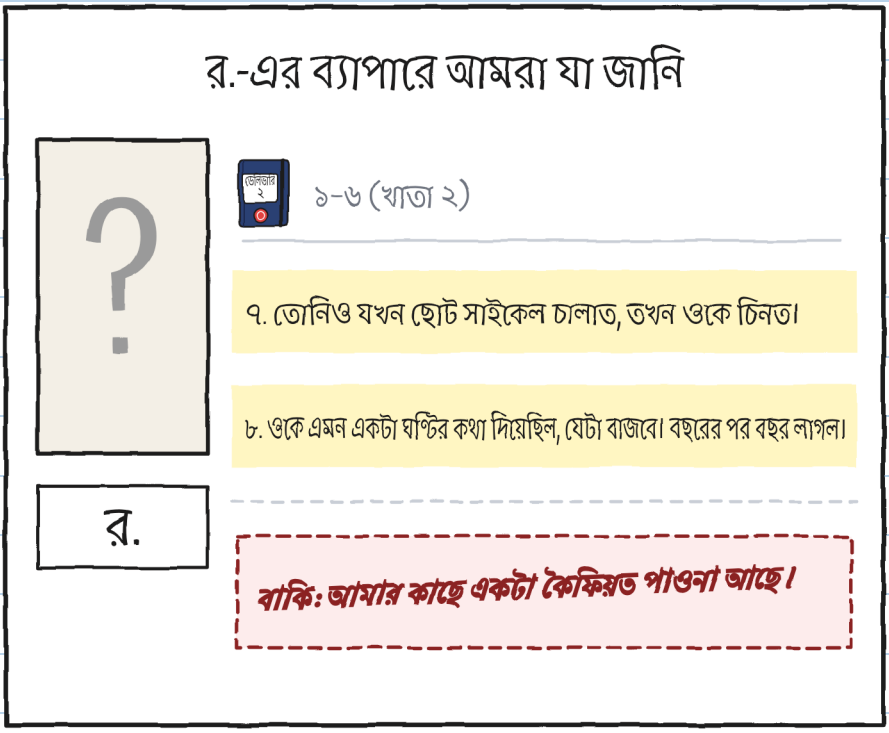
“আমাকে ষাট বছর ধরে কেউ ওই নামে ডাকে না। চাইলে অদলবদল করি: তুমি হবে দন আন্তোনিও, আমি তোনু।”

তোনিও ভাবল।

“আপাতত না।”



আমি র.-এর কার্ডটা বের করলাম। তাতে ছয়টা সূত্র ছিল। আমি আরও দুটো যোগ করলাম। তোনিও আমার কলমটা চাইল আর নিচে নিজের হাতের লেখায় লিখল।



"আর ওকে ধন্যবাদও দেবে না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"ধন্যবাদ আর অভিযোগ। দুটোই। যখন জানব কাকে।"

একটায় ভেরা ঢুকলেন, কোলে টুকরো, চুলে একটা ডাল।
"সাহায্য চাইতে এসেছি। টুকরো এখন উড়তে শিখে গেছে। এবার ওর দরকার নামার একটা নিরাপদ জায়গা।" একটু থেমে বললেন, "কাল ও আমার স্যুপটাকেই বেছে নিয়েছে।"



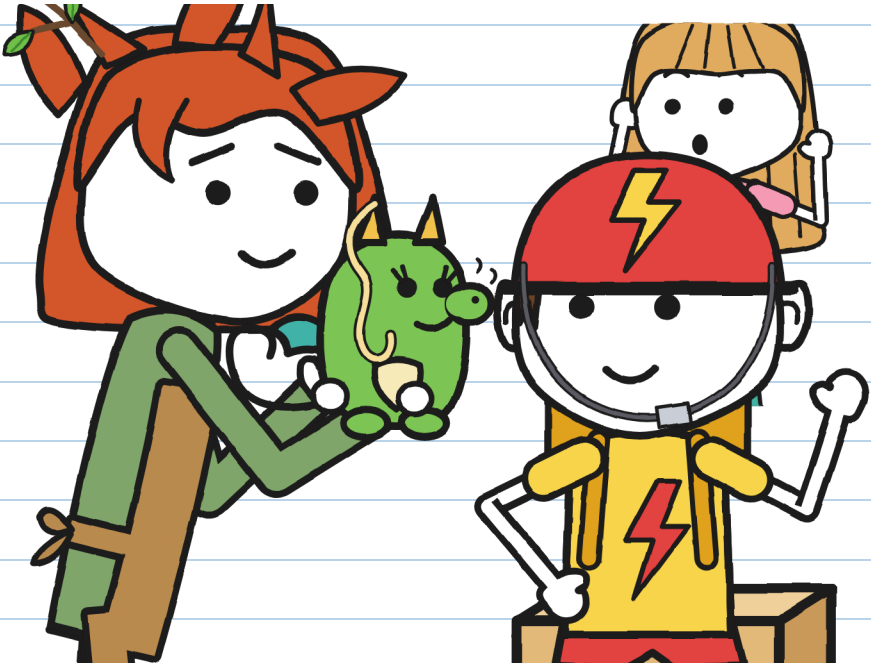
টুকরো আমার দিকে তাকাল, আর আমার সেই "আমি করিনি" মুখটা করল।

হুবহু তোমার মুখ। নুডলসমেত। -হু.

"তোমার কি কারও তাড়াতাড়ি দরকার?" তোনিও নিজের বাক্স থেকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার দরকার এমন কাউকে, যে অপেক্ষা করতে জানে," ভেরা বললেন।

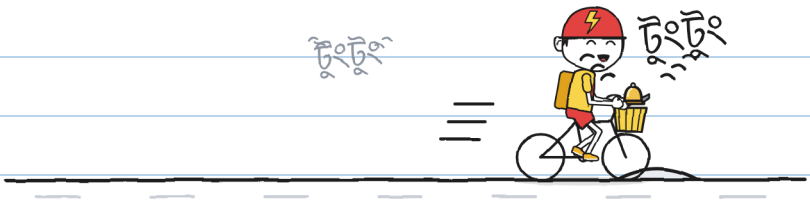
"আমিও জানি। এই সপ্তাহ থেকে।"



আমিও অপেক্ষা করতে জানি। এবার কি? -হু.

ডেলিভারি নং ৩। কার কতক্ষণ লাগল:

	বিজলি: দশ মিনিট।
	র.: বছরের পর বছর।
	তোনিও: ছয় দিন।
	হুলিতা, শুনে: এগারো মিনিট (রেকর্ড)।

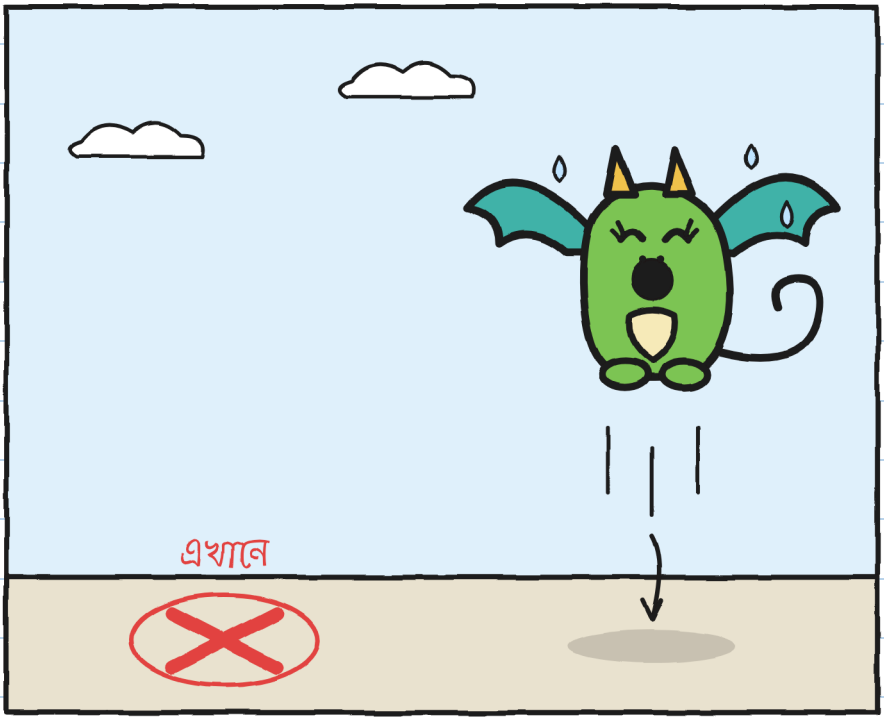


তোনিও নিজের ডেলিভারিতে বেরিয়ে গেল। রাস্তা থেকে একটা টুংটুং ভেসে এল। তারপর আরেকটা।
এবার ঘণ্টিটা সে নিজেই বাজাচ্ছিল।

আমি এখনও নিজে নিজেই বাজি। চেষ্টা চলছে। -হু.

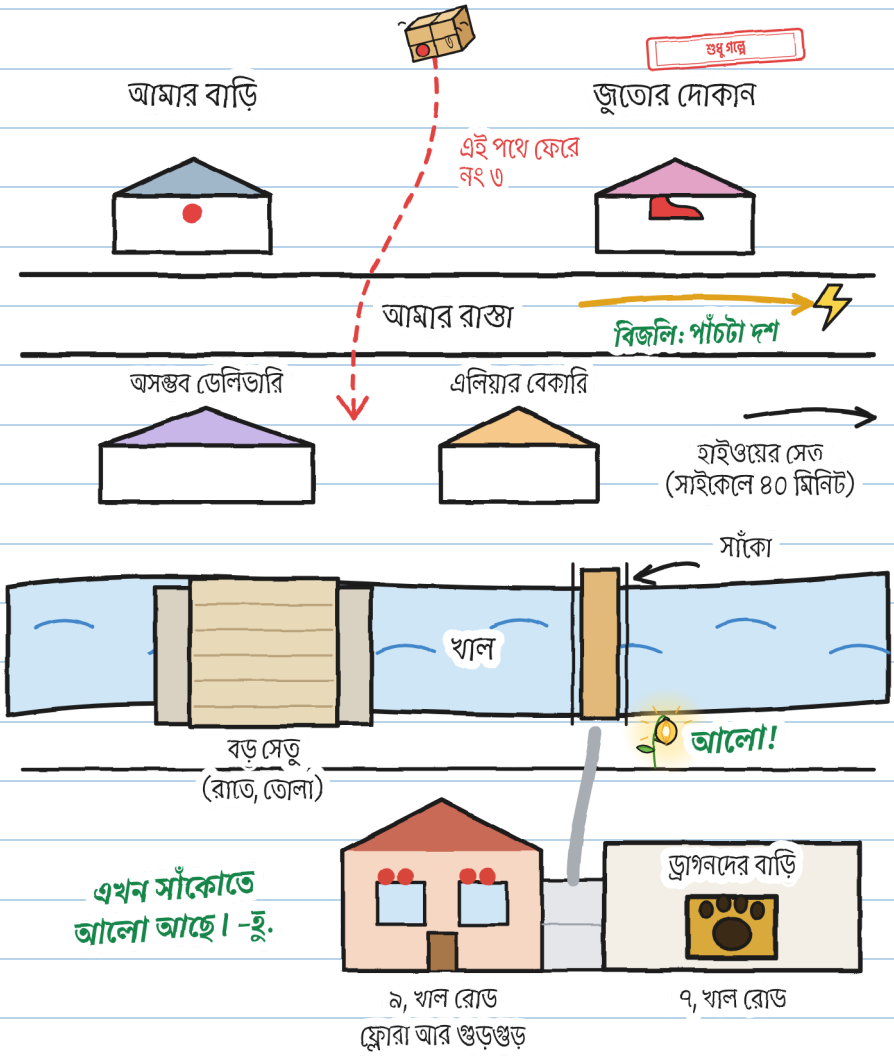
অসম্ভব ডেলিভারি · ৪

(খুব শিগগিরই)



যে ড্রাগন-ছানা তোমাকে নকল করে, সে কোথায় নামে? -হু.

পাড়া (ভার্সন ৩)


শুধু গল্প
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
এই পথে ফেরে
নং ৩
আমার রাস্তা
বিজলি: পাঁচটা দশ
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

আর তুমি, তোমার নাম কী?

তোনিওকে সবাই তোনু বলে ডাকত। এখন সে নিজেই ঠিক করে, তার কী নাম হবে। আর তুমি?

আমাকে এই নামে ডাকা আমার ভালো লাগে...

আমাকে এই নামেও ডাকা যায়...

আমাকে এই নামে না ডাকলে ভালো হয়...

আমি হুলিতা। "হুঁ." শুধু সই করার সময়। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ আছে ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
মারা আর তোনিও হাসে। লাল সাইকেলটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
মারা প্রায় হেসে ফেললেন। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ S · A2
মারা একটা আওয়াজ করলেন, প্রায় হাসির মতো। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ M · B1
মারা একটা আওয়াজ করলেন। হাসির মতো শোনাল। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ L · B2
মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যার যার সাইজে। টুংটাং একই। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের সাইকেল: কী করতে হবে

১. সবসময় হেলমেট পরো, আর ঠিকমতো আটকে নাও। "এই তো পাশেই" যাওয়ার সময়ও।

২. যাতে লোকে তোমাকে দেখতে আর শুনতে পায়: আলো, হালকা রঙের জামা আর বেল। বেল সতর্ক করে; হুকুম দেয় না।

৩. দুই হাতই হ্যান্ডেলে রাখো। কিছু তোমার মনোযোগ কেড়ে নিলে নিরাপদ জায়গায় থামো।

৪. ফুটপাত তার, যে হেঁটে চলে: সেখানে সাইকেল হাতে ধরে হাঁটো। রাস্তা পার হওয়ার আগে থামো আর দেখো।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায়, কী গল্পে ঘটে, আর রাস্তায় ঘটে না।

বেরোনোর আগে নিজের সাইকেলটা দেখে নাও

